লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক

হজ্জের রুক্নসমূহ

১। ইহরাম (নিয়ত) ঃ হজ্জে প্রবেশ করা।

হজ্জ তিন প্রকার ঃ ইফরাদ, তামাত্তু ও ক্বিরান।

২। আরাফাতে অবস্থান করা।

৩। তাওয়াফ (ইফাযাহ) করা।

৪। স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করা।

উক্ত রুক্নগুলির মধ্যে যে কেউ একটি বর্জন করবে, তা না করা পর্যন্ত তার হজ্জ হবে না।

হজ্জের ওয়াজেবসমূহ

১। মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২। সূর্য ডোবা পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা।

৩। মুযদালিফায় কুরবানীর রাত্রি যাপন করা।

৪। জামারাতে পাথর মারা।

৫। কুরবানী করা। (তামাত্তু ও ক্বিরান হজ্জে)

৬। মাথা নেড়া করা অথবা চুল ছোট করা।

৭। তাশরীকের রাত্রিগুলির অধিকাংশ রাত্রি মিনায় যাপন করা।

৮। বিদায়ী তাওয়াফ করা।

যে হাজী উক্ত ওয়াজেবসমূহের মধ্যে একটি বর্জন করবে, তাকে 'দম' (কুরবানী) দিয়ে সংশোধন করতে হবে, যা হারামে যবেহ করে সেখানকার মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করতে হবে এবং নিজে কিছু খেতে পারবে না। তার হজ্জ সহীহ।

ইহরামে নিষিদ্ধ কর্মাবলী

১। চুল কাটা

২। নখ কাটা

৩। পুরুষের সিলাইকৃত পোশাক পরা।

৪। সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৫। পুরুষের সংলগ্ন কোন কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা।

৬। মহিলার নিক্বাব ব্যবহার করা।

৭। মহিলার দস্তানা ব্যবহার করা।

পুরুষও ব্যবহার করতে পারবে না, কারণ তা সিলাইকৃত।

৮। স্বামী-স্ত্রীর (সহবাস ছাড়া) যৌনাচার করা, যেমন স্পর্শ, চুম্বন ইত্যাদি করা। অবশ্য এর ফলে বীর্যপাত হলে হজ্জ নষ্ট হবে না।

উক্ত আট প্রকার নিষিদ্ধ কর্মের মধ্যে কোন কিছু না জেনে বা ভুলক্রমে ক'রে ফেললে কোন সমস্যা হবে না। তবে যে ইচ্ছাকৃত করবে, তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। এখতিয়ার অনুযায়ী তিন দিন রোযা রাখবে অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে অথবা একটি ছাগল যবেহ ক'রে তার গোশ্ত বিতরণ করবে।

৯। কোন স্থলচর প্রাণী শিকার করা, শিকারে অপরের সহযোগিতা করা অথবা চকিত ক'রে নিজ জায়গা থেকে বিতাড়িত করা।

যে হাজী প্রাণী হত্যা করবে, তাকে অনুরূপ পশু ফিদ্য়্যাহ (কুরবানী) দিতে হবে অথবা তার সমমূল্যের খাদ্যদান করতে হবে অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখতে হবে।

১০। নিজের বা অপরের বিবাহ বন্ধনের কাজ করা। এতে কোন ফিদ্য়্যাহ নেই।

১১। যোনীপথে সহবাস করা।

এ কাজ প্রথম হালাল হওয়ার আগে হলে উভয়ের হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে হজ্জের বাকী কাজ তাদেরকে করতে হবে এবং পরবর্তী বছরে তা কাযা করা ওয়াজেব হবে। অনুরূপ হারাম এলাকায় একটি উট যবেহ ক'রে তার গোশ্ত বিতরণ করতে হবে। অবশ্য প্রথম হালাল হওয়ার পর হলে হজ্জ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে একটি ছাগল যবেহ ক'রে তার গোশ্ত বিতরণ করতে হবে।

(১) আট তারীখে হাজী মিনা গমন করবে। এটা মুস্তাহাব। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায কসর ক'রে এবং জমা না ক'রে আদায় করবে। এ দিনের নাম, তারবিয়ার দিন।

(২) নয় তারীখের ফজরের নামায পড়ে সূর্য উঠলে আরাফা গমন করবে। সেখানে যোহর-আসর জমা ও কসর ক'রে প্রথম অক্তে আদায় করবে। অতঃপর দুআ ও কুরআন তিলাঅত বেশি বেশি করবে এবং সূর্য ডোবা পর্যন্ত অবস্থান করবে।

(৩) সূর্য ডোবার পর আরাফাত থেকে মুযদালিফার দিকে যাত্রা শুরু করবে। সেখানে পৌঁছে মাগরিব-এশার নামায জমা ও কসর ক'রে আদায় করবে। অতঃপর সেখানে রাত্রিযাপন করবে।

(৪) দশ তারীখের ফজরের নামায পড়ে বেশি বেশি যিক্র করবে। অতঃপর খুব বেশি ফরসা হলে সূর্য ওঠার আগে মিনার দিকে রওয়ানা করবে। সেখানে পৌঁছে সূর্য ঢলার আগে আগে বড় জামরায় ৭টি পাথর মারবে। অতঃপর কুরবানী করবে। ইফরাদ হজ্জে কুরবানী নেই। অতঃপর মাথা নেড়া বা চুল ছোট করবে। এক্ষণে প্রথম হালাল অর্জন হবে। যাতে স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ বৈধ হয়ে যাবে। পরিপূর্ণ হালাল হবে হজ্জের তাওয়াফ ও সাঈর পর।

কুরবানীর দিনের আমলগুলির মধ্যে আগাপিছা করলে কোন ক্ষতি হয় না।

অক্ষম ও দুর্বল ব্যক্তিদের অর্ধ রাত্রির পর মুযদালিফা ত্যাগ করায় দোষ নেই।

(৫) অতঃপর হাজী মক্কা গমন করবে এবং হজ্জের তাওয়াফ ও সাঈ করবে। ইফরাদ বা ক্বিরান হজ্জ করলে এবং (সর্বপ্রথম) তাওয়াফে ক্বুদূমের সাথে সাঈ ক'রে থাকলে আর সাঈ করতে হবে না। এর পর হাজী পরিপূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবে।

(৬) অতঃপর হাজী মিনায় ফিরে যাবে এবং তাশরীকের ১১ ও ১২ তারীখের রাত্রি যাপন করবে এবং এটা তার জন্য ওয়াজেব। ১৩ তারীখের রাত্রিযাপন মুস্তাহাব। তবে মিনায় থাকা অবস্থায় ১২ তারীখের সূর্য ডুবে গেলে ১৩ তারীখের রাত্রি বাস এবং পাথর মারা ওয়াজেব।

তাশরীকের দিনগুলিতে সূর্য ঢলার পর তিন জামরাতেই পাথর মারবে। ছোট থেকে শুরু ক'রে মধ্যম ও সবশেষে বড় জামরায় ৭টি ক'রে ২১টি পাথর মারবে।

পরিশেষে স্বদেশে ফেরার আগে বিদায়ী তওয়াফ করবে।